দৈনিক খবর

তারিখ 30 AUG 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

040

জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গঠন

সরকার দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সামগ্রিক পরিচয়, তার বর্তমান চাহিদা ও উন্নয়ন এবং জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশের লক্ষ্যে যথার্থ নির্দেশনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে পনর সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গঠন

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সংস্কৃত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। খবর তথ্য বিবরণী'র।

কমিশনের অন্যান্য সদস্য হলেন মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সংসদ সদস্য এম কে আলম চৌধুরী, লায়লা আরজুমান্দ বানু, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ডঃ আবদুল্লাহ আলমুতি শরফুদ্দিন, সাইদ আহমদ, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডঃ এনামুল হক, মুস্তাফা মনোয়ার, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী, আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ। অধ্যাপক ডঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ কমিশনের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সংস্কৃতি কমিশন বাংলাদেশের জাতিসত্তা, ধর্ম বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটন, সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যমগুলোর সাংস্কৃতিগত নীতি নির্ধারণ, দেশের নিজস্ব লোকজীবনের স্বরূপ উদঘাটন এবং এ সম্পর্কিত সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদির বিশিষ্টতা চিহ্নিতকরণ এবং দেশের ইতিহাস, আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের সাথে সম্পর্কিত স্থাপত্য রীতির নীতি নির্ধারণ করবেন।

জনমত যাচাইয়ের জন কমিশন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি জিজ্ঞাসাপত্র প্রস্তুত করে দেশের সংস্কৃতিমনা লোকদের কাছে প্রেরণ করবেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ যেমন রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, প্রশাসক প্রমুখের মতামত গ্রহণ করবেন।

কমিশন এ বছরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সুপারিশ ও কর্মসূচীর রূপরেখাসহ সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।